মাদানী চ্যানেল দেখতে থাকুন

রিসালা নং- ৪০

মুন্নার লাশ

MUNNE KE LASH

(গাউছে আজম رحمة الله تعالى عليه এর কারামত)

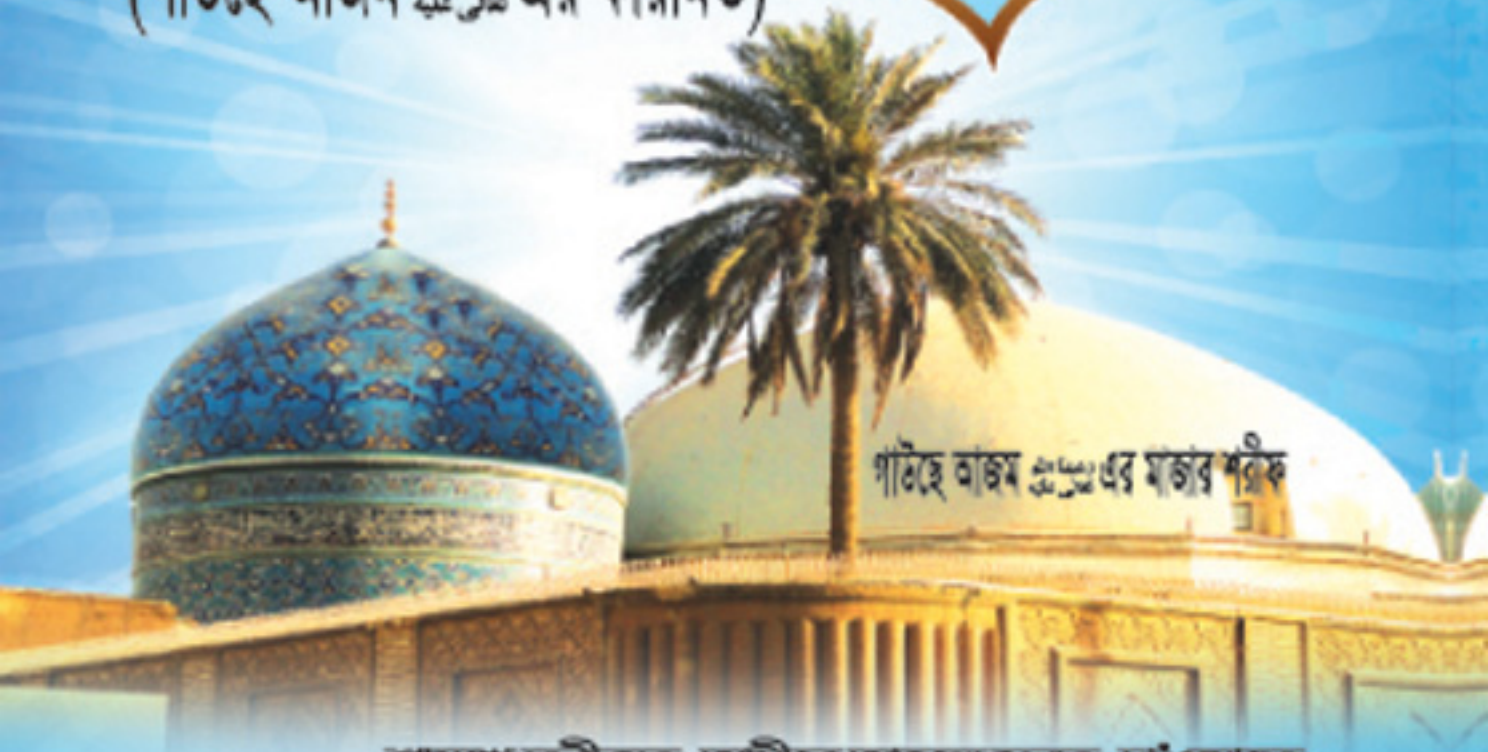

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা, হযরত আল্লামা মওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদিরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (তারগীব তারহীব)

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الۡمُرۡسَلِیۡنَ اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیۡطٰنِ الرَّجِیۡمِ ؕ بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

কিতাব পাঠ করার দু'আ

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দু'আটি পড়ে নিন اِنۡ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ যা কিছু পড়বেন, স্বরণে থাকবে। দু'আটি হল,

اَللّٰھُمَّ افۡتَحۡ عَلَیۡنَا حِکۡمَتَکَ وَانۡشُرۡ

عَلَیۡنَا رَحۡمَتَکَ یَا ذَاالۡجَلَالِ وَالۡاِکۡرَام

অনুবাদ ঃ হে আল্লাহ ! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দিন এবং আমাদের উপর আপনার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল করুন! হে চির মহান ও হে চির মহিমান্বিত!

(আল মুস্তাতারাফ, খন্ড-১ম, পৃ-৪০)

(দুআটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দুরূদ শরীফ পাঠ করুন)

কিয়ামতের দিনে আফসোস

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ঃ কিয়ামতের দিনে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী আফসোস করবে, যে দুনিয়াতে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেল কিন্তু জ্ঞান অর্জন করল না এবং ঐ ব্যক্তি আফসোস করবে, যে জ্ঞান অর্জন করল আর অন্যরা তার থেকে শুনে উপকার গ্রহন করল অথচ সে নিজে গ্রহন করল না (অর্থাৎ সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করল না)।

(তারিখে দামেশক লিইবনে আসাকির, খন্ড-৫১, পৃষ্ঠা-১৩৭, দারুল ফিকির বৈরুত)

দৃষ্টি আকর্ষন

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক বা বাইন্ডিংয়ে আগে পরে হয়ে যায় তবে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে পরিবর্তন করে নিন।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন:" আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

মুন্নার লাশ

শয়তান লাখো অলসতা প্রদান করুক এ রিসালাটি পুরোটাই পড়ে নিন اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ আপনার অন্তরে গাউসে আ'জম رَحْمَةُ اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْه এর ভালবাসা আরো বৃদ্ধি পাবে।

দুরুদ শরীফের ফযীলত

নবী করীম, রাউফুর রহীম صَلَّى اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "মুসলমান যতক্ষণ পর্যন্ত আমার উপর দুরুদ শরীফ পড়তে থাকে ফিরিশতা তাদের উপর রহমত বর্ষন করতে থাকে, এখন বান্দার ইচ্ছা কম পড়ুক বা বেশী।" (ইবনে মাজাহ, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৯০, হাদীস নং-৯০৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

খানকার মধ্যে এক পর্দানশীন মহিলা আপন মাদানী মুন্নার লাশ চাদর আবৃত করে, বুকে জড়িয়ে ধরে অঝোর নয়নে কান্না করতে রইলেন। এমন সময় এক "মাদানী মুন্না" দৌড়ে আসল এবং সহানুভূতির সুরে ঐ মহিলা থেকে কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করল। তিনি কান্না করতে করতে বললেন: বেটা! আমার স্বামী নিজের কলিজার টুকরাকে দেখার আকাঙ্খা নিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে, এ বাচ্চা তখন গর্ভে ছিল আর এখন এটাই তার পিতার নিদর্শন এবং আমার জীবনের পাথেয়, বাচ্চাটি অসুস্থ হয়ে পড়ায়,আমি তাকে এ খানকাতে দোয়া করানোর জন্য আনতে ছিলাম পথিমধ্যেই সে মৃত্যুমূখে পতিত হল, এরপরও আমি অনেক আশা নিয়ে এখানে উপস্থিত হয়েছি কেননা এ খানকার বুযুর্গের বেলায়তের খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ায় এবং তাঁর কৃপাদৃষ্টিতে এখনো অনেক কিছু হতে

পারে কিন্তু তিনি আমাকে ধৈর্য ধরার উপদেশ দিয়ে ভিতরে তাশরিফ নিয়ে গেছেন। একথা বলেই ঐ মহিলাটি পুণরায় কাঁদতে লাগলেন। "মাদানী মুন্না"র অন্তর গলে গেল এবং তাঁর দয়াপূর্ণ মূখ দিয়ে এ শব্দগুলো বের হয়ে গেল: **"মুহতরমা! আপনার মাদানী মুন্না মৃত নয় বরং জীবিত! দেখুন তো! সে নড়াচড়া করতেছে।" দু:খী মা অস্থীর হয়ে আপন "মাদানী মুন্নার লাশ" হতে কাপড় সরাতেই দেখলেন সে সত্যি সত্যি জীবিত এবং হাত পা নেড়ে খেলতেছে।** ইতিমধ্যে খানকার বুযুর্গ ভিতর থেকে ফিরে আসলেন। বাচ্চাকে জীবিত দেখে সমস্ত ঘটনা বুঝে গেলেন এবং লাঠি নিয়ে এ বলে "মাদানী মুন্না"র দিকে দৌড়ে গেলেন তুমি এখন থেকেই **আল্লাহ** তায়ালার তক্বদীরের গোপন রহস্য খুলতে আরম্ভ করছ! মাদানী মুন্না ওখান থেকে পালাতে লাগল আর বুযুর্গটিও তার পিছু নিল "মাদানী মুন্না" ক্বরস্থানের দিকে মোড় ফিরে চিৎকার করে ডাক দিল: হে কবরবাসীরা! আমাকে বাঁচাও! দ্রুত পিছু ধাওয়াকারী বুযুর্গ হঠাৎ করে থেমে গেলেন কারণ কবরস্থানের তিনশ মৃত ব্যক্তি উঠে ঐ "মাদানী মুন্না"র ঢাল হয়ে গিয়েছিল আর ঐ "মাদানী মুন্না" দুরে দাড়িয়ে নিজের চাঁদের মত চেহারা দেখিয়ে মুচকি হাসতে লাগল। ঐ বুযুর্গ অত্যন্ত আফসোসের সাথে "মাদানী মুন্না"র দিকে তাকিয়ে বলল: বেটা! আমি তোমার মর্তবা পর্যন্ত পৌঁছতে পারবনা, তাই তোমার সন্তুষ্টির উপর আপন মাথা ঝুকিয়ে নিচ্ছি।

(আল হাক্বাইক্ব ফিল হাদাইক্ব হতে সংক্ষেপিত, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১৪২)

প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা কি জানেন ঐ "মাদানী মুন্না" কে ছিল? ঐ মাদানী মুন্নার নাম ছিল আব্দুল কাদের এবং পরবর্তিতে তিনি গাউসুল আ'জম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

কেউঁ না ক্বাসিম হো কেহ্ তু ইবনে আবিল ক্বাসিম হে
কেউঁ না ক্বাদির হো কেহ্ মুখতার হে বাবা তেরা।

(হাদাইকে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

বাল্যকালের সাতটি কারামত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের গাউসুল আ'জম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه জন্মগত ওলী ছিলেন। ﴾১﴿ তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এখনো মাতৃগর্ভে আর মায়ের হাঁচি আসাকালে যখন اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ বলতেন, তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه পেটের মধ্যেই এর জবাব স্বরুপ يَرْحَمُكَ اللهُ বলতেন। [আল হাক্বাইক্ব ফিল হাদাইক্ব, পৃষ্ঠা-১৩৯০] ﴾২﴿ তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه ১লা রমযানুল মুবারক রোজ সোমবার সুবহে সাদিকের সময় দুনিয়াতে তাশরীফ আনয়ন করেন ঐ সময় ঠোঁট একটু একটু নড়তেছিল এবং اللهُ اللهُ শব্দ আসতেছিল। [প্রাগুক্ত] ﴾৩﴿ যেদিন তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর জন্ম হয় ঐদিন তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর জন্মভূমি জীলান শরীফে এগারশত বাচ্চার জন্ম হয়, তাদের সবাই ছেলে সন্তান ছিল এবং সবাই **আল্লাহ**র ওলী হয়েছিল। [তাফরীহুল খাতির পৃষ্ঠা-১৫] ﴾৪﴿ গাউসুল আ'জম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه জন্ম গ্রহণ করার পরপরই রোযা রাখতে আরম্ভ করেন এবং সূর্য যখন অস্ত যায় তখনই মায়ের দুধ পান করেন, সম্পূর্ণ রমযান মাস তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এভাবে অতিবাহিত করেন। [বাহজাতুল আসরার, পৃষ্ঠা-১৭২] ﴾৫﴿ পাঁচ বছর বয়সে যখন সর্বপ্রথম بِسْمِ اللهِ পাঠ করার আনুষ্ঠানিকতার জন্য জনৈক বুযুর্গের কাছে বসলেন তখন اَعُوْذُ ও بِسْمِ اللهِ পাঠ করে সূরা ফাতিহা এবং الٓمّٓ থেকে আঠার পারা পর্যন্ত তিলাওয়াত করে শুনিয়ে দিলেন। ঐ বুযুর্গ বললেন: বেটা! আরো পাঠ কর। বললেন: ব্যস! আমার এতটুকুই মুখস্ত আছে কেননা আমার মায়েরও এতটুকু মুখস্ত ছিল, যখন আমি আমার মায়ের গর্ভে ছিলাম, সে সময় তিনি তা পাঠ করতেন, আমি শুনে শুনে মুখস্ত করে নিয়েছিলাম। [আল হাক্বাইক্ব ফিল হাদাইক্ব, পৃষ্ঠা-১৪০] ﴾৬﴿ যখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه শিশুকালে খেলতে ইচ্ছা করতেন, অদৃশ্য থেকে আওয়াজ আসত: হে আব্দুল কাদের! আমি তোমাকে খেলাধুলা করার জন্য সৃষ্টি করিনি। [প্রাগুক্ত]

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

﴾৭﴿ তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه মাদরাসায় যাওয়ার সময় আওয়াজ আসত: "আল্লাহ তাআলার ওলীর জন্য জায়গা করে দাও।" [বাহজাতুল আসরার পৃষ্ঠা-৪৮]

নবভী মীঁনা আলাভী ফস্‌ল বতূলী গুলশান
হাসানী ফুল হুসাইনী হে মাহাকনা তেরা। (হাদাইক্বে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

কারামতের সংজ্ঞা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অনেক মানুষ আউলিয়া কিরামের কারামতের ব্যাপারে শয়তানের কুমন্ত্রনার শিকার হয়ে কারামতকে বিবেকের পাল্লায় ওজন করতে থাকে আর এভাবে গোমরাহ হয়ে যায়। মনে রাখবেন! কারামত বলা হয় এমন আলৌকিক বিষয়কে, যা স্বাভাবিকভাবে অসম্ভব অর্থাৎ জাহেরী উপাদান দ্বারা তা ঘটা অসম্ভব তবে **আল্লাহ** তায়ালার দানক্রমে আওলিয়া কিরাম হতে এমন বিষয় অনেক সময় সংগঠিত হয়। নবীদের নবুয়ত প্রকাশের পূর্বে এমন বিষয় প্রকাশ পেলে, এগুলোকে **'ইরহাস'** বলে এবং নবুয়ত প্রকাশের পর সংগঠিত হলে **'মু'জিজা'** বলে। সাধারণ মুসলমান থেকে যদি এমন বিষয় প্রকাশ পায়, তবে সেটাকে **'মাউনাত'** এবং কোন আল্লাহর ওলী থেকে প্রকাশ পেলে, তাকে **'কারামত'** বলে। এছাড়া কাফির বা ফাসিক হতে এমন অলৌকিক বিষয় প্রকাশ পেলে, তবে সেটাকে **'ইসতিদরাজ'** বলে। (বাহারে শরীয়ত থেকে সংক্ষেপিত, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৫৬-৫৮)

আকল কো তানক্বীদ সে ফুরসত নেহী, ইশক পর আ'মাল কী বুনইয়াদ রাখ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه মৃগী রোগ তাড়িয়ে দিলেন

একবার এক ব্যক্তি গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করল: আলী জাহ্! আমার স্ত্রীর মৃগী রোগ হয়েছে, হুযূর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বললেন: "তার কানে বলে দাও গাউসে পাকের

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর একশটি রহমত নাযিল করেন।" (তাবারানী)

আদেশ হচ্ছে যে, বাগদাদ থেকে বের হয়ে যাও। সুতরাং ঐ সময় থেকে সে সুস্থ্য হয়ে গেল।" (বাহজাতুল আসরার লিশ্ শাতনূফী হতে সংক্ষেপিত, পৃষ্ঠা-১৪০-১৪১)

মৃগী এক দুষ্ট জ্বীন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রেযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: (মৃগী) অনেক দুষ্ট বিপদ এবং এটাকে উম্মূস সিবইয়ান বলে, (বাচ্চাদের একটি রোগ যাদ্ধারা শরীরের অঙ্গে ঝটকা লাগে) যদি বাচ্চাদের হয়, অন্যথায় মৃগী। অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত যে, যদি পঁচিশ বছর বয়সের মধ্যে এ রোগ হয় তবে আশা করা যায় যে সুস্থ হয়ে যাবে আর যদি পঁচিশ বছরের পর কিংবা পঁচিশ বছর বয়স্ক লোকের হয় তবে সুস্থ হওয়ার আর সম্ভবনা নেই। অবশ্য কোন ওলীর কারামত বা তা'বীজের দ্বারা সুস্থ হলে তবে অন্য কথা। এটা (অর্থাৎ মৃগী) প্রকৃতপক্ষে এক (দুষ্ট জ্বীন অর্থাৎ) শয়তান যা মানুষকে জ্বালাতন করে।

বাচ্চাদেরকে মৃগী থেকে রক্ষা করার পদ্ধতি

বাচ্চা জন্ম গ্রহণ করার পর আযান দিতে যতটুকু দেরী হয় এতেই অধিকাংশ এ (মৃগী) রোগ সৃষ্টি হয় আর যদি বাচ্চা জন্ম গ্রহণ করার পর সর্বপ্রথম এ কাজ তথা গোসল দিয়ে আযান ও ইক্বামত বাচ্চার কানে বলা হয় তবে সারা জীবন (মৃগী) রোগ থেকে মুক্ত থাকবে।

(মালফূযাতে আ'লা হযরত, পৃষ্ঠা ৪১৭)

রেযা কে সামনে কী তা'ব কিস মে
ফলক ওয়ার ইস পে তেরা যিল হে ইয়া গাউস। (হাদাইক্বে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

গাউসুল আ'যম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর কুপ

একবার বাগদাদ শরীফে প্লেগ রোগ ছড়িয়ে পড়ল এবং প্রচুর লোকের মৃত্যু হতে লাগল। লোকেরা তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর খিদমতে এ

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

বিপদ থেকে মুক্তির জন্য অনুরোধ করল। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বললেন: "আমার মাদরাসার আশেপাশে যে ঘাস আছে তা খাও এবং আমার মাদরাসার কুপের পানি পান কর, যে এরকম করবে সে প্রতিটি রোগ থেকে اِنْ شَاءَاللهعَزَّوَجَلَّ আরোগ্য লাভ করবে।" সুতরাং লোকেরা ঘাস ও কুপের পানি দ্বারা আরোগ্য লাভ করতে শুরু করল এমনকি বাগদাদ শরীফ থেকে প্লেগ রোগ এভাবে পালিয়ে গেল আর কখনো ফিরে আসেনি।

(তাফরীহুল খাতির ফী মানাকিবে আব্দুল কাদির, পৃষ্ঠা-৪৩)

'তবক্বাতে কুবরা' কিতাবে গাউসে আ'জম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর এ বাণী বর্ণনা করা হয়েছে: **"যে মুসলমান আমার মাদরাসা দিয়ে অতিক্রম করেছে কিয়ামতের দিন তার শাস্তি লাঘব করা হবে।"**

(আত তবকাতুল কুবরা লিশ শা'রানী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১৭৯)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

আমীন বিজাহিন্নাবিয়্যিল আমিন صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

গুনাহোঁ কে আমরায কী ভী দাওয়া দো
মুঝে আব আত্বা হো শিফা গাউসে আ'জম।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ডুবন্ত বরযাত্রী

একবার ছরকারে বাগদাদ হুযুর সায়্যিদুনা গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বাগদাদ শরীফের সমূদ্রের দিকে তাশরীফ নিয়ে গেলেন, সেখানে এক বৃদ্ধাকে দেখলেন যে, অঝোরে কান্নাকাটি করতেছে। এক মুরীদ গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর দরবারে আরয করলেন: 'ইয়া মুরশিদ! এ দূর্বল বৃদ্ধা মহিলাটির একটিমাত্র সুন্দর সুশ্রী সন্তান ছিল, বেচারী তাকে বিয়ে করায়, বিবাহোত্তর বর কনেকে নিয়ে এ নদীতে নৌকা দিয়ে আপন ঘরে যাচ্ছিল হঠাৎ নৌকা উল্টে গেল এবং বর কনে সহ সমস্ত বরযাত্রী ডুবে গেল।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

এ ঘটনা ঘটেছে আজ ১২ বছর হয়ে গেল কিন্তু মায়ের কলিজা, বেচারীর দুঃখ কোনভাবেই দুর হচ্ছেনা, সে প্রতিদিন এ সমূদ্রের কিনারায় আসে এবং বরযাত্রীকে না পেয়ে কান্নাকাটি করে চলে যায়। হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর এ বৃদ্ধার প্রতি মায়া হল, তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه আল্লাহ তাআলার দরবারে দুআর জন্য হাত উঠিয়ে দিলেন, কয়েক মিনিট ধরে কিছুই প্রকাশ পেলনা, অস্থির হয়ে **আল্লাহ** তাআলার দরবারে আরয করলেন: হে **আল্লাহ**! এতটুকু দেরী কেন? ইরশাদ হল: "হে আমার প্রিয়! এ বিলম্ব তক্বদীর ও তদবীর বিরুদ্ধ নয়, আমি চাইলে একটি আদেশ কুন দ্বারা সমস্ত আসমান ও যমীন সৃষ্টি করতে পারি কিন্তু হিকমতের কারণে ছয়দিনে সৃষ্টি করেছি, বরযাত্রী ডুবে গেছে ১২ বছর হয়ে গেছে, এখন না নৌকা অবশিষ্ট আছে, না আরোহীগণ, সকল মানুষের মাংস ইত্যাদিও সমূদ্রের মাছ খেয়ে নিয়েছে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হয়ে যাওয়া শরীরের অংশগুলোকে একত্রিত করে পূণরায় জীবন প্রণালীতে এনেছি, এখনই তাদের আসার সময় হয়েছে" এখনো এ বাক্যগুলো শেষ হয়নি হঠাৎ ঐ নৌকা তার সকল সাজ সরঞ্জাম, বর কনে ও বরযাত্রীসহ পানির উপর উঠে আসল এবং কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তীরে এসে ফিরল, সকল বরযাত্রী সরকারে বাগদাদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর দুআ নিয়ে খুশি মনে আপন আপন ঘরে চলে গেল। এ কারামতের কথা শুনে অগণিত কাফির এসে সায়্যিদুনা গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর পবিত্র হাতে ইসলাম গ্রহণ করল।

(সুলতানুল আযকার ফী মানাকীবে গাউসুল আবরার, লিখক-শাহ মুহাম্মদ ইবনে হামদানী)

নিকালা হে পেহলে তু ডুবে হুয়োঁ কো
আউর আব ডুবতুয়োঁ কো বাচাঁ গাউসে আ'জম। (যওক্বে না'ত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আল্লাহ তাআলার বান্দা কি মৃত জীবিত করতে পারে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিশ্চয়ই জীবন-মৃত্যু **আল্লাহ** তাআলার ইচ্ছাধীন কিন্তু **আল্লাহ** তাআলা আপন কোন বান্দাকে মৃত জীবিত করার

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

শক্তি দান করলে, এতে সমস্যার কিছু নেই এবং **আল্লাহ** তাআলার দানক্রমে কাউকে মৃত জীবিতকারী মেনে নিলে তাতে আমাদের ঈমানেও কোন প্রভাব পড়বেনা,যদি শয়তানের কুমন্ত্রনায় পড়ে কেউ এ মন মানসিকতা তৈরী করে যে, **আল্লাহ** তাআলা কাউকে মৃতকে জীবিত করার শক্তি দানই করেননি তবে এ ধারনা নিশ্চয়ই কোরআনে পাকের আদেশের বিপরীত, দেখুন কোরআনে পাকে হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রুহুল্লাহ عَلٰى نَبِيِّنَا وَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَام এর রোগীদের আরোগ্যদান এবং মৃতকে জীবিত করার শক্তির ব্যাপারে সুস্পষ্টভাবে ঘোষনা করেছে। যেমন; আল্লাহ তাআলা কোরআনে পাকে হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রুহুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام এর এ বাণী বর্ণনা করেন:

وَاُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ وَاُحْیِ الْمَوْتٰى بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "আমি আরোগ্য দান করি জন্মগত অন্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে এবং মৃতকে জীবিত করি আল্লাহ তাআলার আদেশে।"

(পারা ৩, সূরা আলে ইমরান, আয়াত- ৪৯)

আশা করি শয়তানের প্রদত্ত কুমন্ত্রনা সমূলে উৎপাটন হয়ে গেছে,কেননা মুসলমানদের কোরআনের উপর ঈমান রয়েছে এবং তারা কোরআনে করীমের হুকুমের বিপরীত কোন দলীলকে সমর্থনই করেন না। যা হোক **আল্লাহ** তাআলা তাঁর মকবূল বান্দাদেরকে বিভিন্ন ধরনের ক্ষমতা দ্বারা ধন্য করেছেন এবং **আল্লাহ** তায়ালার দানক্রমে তাঁদের থেকে এমন বিষয় প্রকাশ পায়, যা মানুষের বিবেক বুদ্ধির অনেক উর্দ্ধে হয়ে থাকে। বাস্তবিকই **আল্লাহ** ওয়ালাদের অলৌকিক ক্ষমতার সমুন্নতা পৃথিবীবাসীর জ্ঞান বুদ্ধি স্পর্শই করতে পারবেনা।

বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টিভঙ্গি

বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে বড় বৈজ্ঞানিক "আইন স্টাইন" বলে গেছেন : "আমি রেডিও দুরভীনের মাধ্যমে এমন এক ছায়াপথ দেখি যা পৃথিবী থেকে দুই কোটি আলোকবর্ষ দুরে অর্থাৎ যেখানে আলো প্রতি সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল অতিক্রম করে, তথায় দুই কোটি

বছরে পৌঁছবে কিন্তু যতটুকু পর্যন্ত বিশ্বজগতের সীমা সম্পর্কে অবগত হওয়ার ব্যাপার রয়েছে যদি আমার বয়স এক মিলিয়ন তথা দশ লাখ বছরও হয়ে যায়, তবুও জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়।"

বৈজ্ঞানিকদের বিপরীতে **আল্লাহ** তাআলার ওলী হুযুর গাউসে পাক رَحۡمَۃُ اللہ تَعَالٰی عَلَیۡہ এর দৃষ্টির মহানত্ব ও শান দেখুন! তিনি رَحۡمَۃُ اللہ تَعَالٰی عَلَیۡہ বলেন: نَظَرۡتُ اِلٰی بِلَادِ اللّٰہِ جَمۡعاً كَخَرۡدَلَةٍ عَلٰی حُكۡمِ التِّصَال (অর্থাৎ **আল্লাহ** তাআলার সকল শহর আমার দৃষ্টিতে এমন যেমন হাতের তালুতে সরিষার দানা)

আমার আক্বা আ'লা হযরত رَحۡمَۃُ اللہ تَعَالٰی عَلَیۡہ গাউসে পাক رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এর শানে আরয করেন:

وَ رَفَعۡنَا لَکَ ذِکۡرَکَ কা হে ছায়া তুঝ পর
বোল বালা হে তেরা যিক্র হে উঁচা তেরা। (হাদাইক্বে বখশিশ)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

বদ আক্বিদা ব্যক্তির হত্যাকারীর শাস্তি

হুযুর গাউসে পাক رَحۡمَۃُ اللہ تَعَالٰی عَلَیۡہ এর বেসাল শরীফের দীর্ঘ সময় পার হওয়ার পর রঞ্জিত সিংয়ের শাসনামলে ভারতে সংগটিত এক ঈমানোদ্দীপক ঘটনা শুনুন এবং আন্দোলিত হোন: একজন নামে মাত্র মুসলমান যে **আল্লাহ**র ওলীদের কারামতকে অস্বীকার করত, দূর্ভাগ্যক্রমে এক বিবাহিত হিন্দু মহিলার প্রতি আসক্তি জন্মে। একবার হিন্দু ব্যক্তিটি তার স্ত্রীকে বাপের বাড়ীতে পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্য ঘর থেকে বের হল, ওদিকে ঐ বদ বখত প্রেমিকের উপর কামোদ্দিপনা চেপে বসল। সুতরাং সে তাদের পিছু নিল এবং নিরব নিস্তব্দ স্থানে তাদের আটক করল, তারা উভয়ে পায়ে হেঁটে চলছিল আর সে ঘোড় সওয়ারী ছিল, সে মিথ্যা সহানুভূতি দেখিয়ে সওয়ারী পেশ করল কিন্তু হিন্দু লোকটি তাতে সওয়ার হতে অস্বীকার করল,

সে পিড়াপিড়ি করে বলল যে, ঠিক আছে, কেবল তোমার স্ত্রীকেই পিছনে বসার অনুমতি দাও কেননা এ বেচারী ক্লান্ত হয়ে যাবে, হিন্দু লোকটির তার উদ্দেশ্যে সন্দেহ সৃষ্টি হল তাই সে বলল যে, তুমি জামানত দাও যে কোন প্রতারণা ব্যতিত আমার স্ত্রীকে ঠিকানা মোতাবেক পৌঁছিয়ে দিবে। সে বলল এ জঙ্গলে জামানত কোত্থেকে আনব? মহিলাটি বলে উঠল: মুসলমানগণ **গিয়ারভী** ওয়ালা বড় পীর সাহেবকে অনেক সম্মান করে থাকে, তুমি তাঁর জামানত দাও। সে যদিও গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর অলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাসী ছিলনা কিন্তু ভাবল হ্যাঁ বলতে কি অসুবিধা, সে হ্যাঁ বলে দিল। যখনই মহিলাটি ঘোড়ার উপর সওয়ার হল, ঐ জালিম তলোয়ার দিয়ে তার স্বামীর গর্দান উড়িয়ে দিল এবং ঘোড়া দৌড়ানো আরম্ভ করে দিল, মহিলাটি দুঃখ ভারাক্রান্ত ও অত্যাচারিত অবস্থায় বার বার পিছনে ফিরে ফিরে দেখতে লাগল। সে বলল বার বার পিছনে দেখাতে কোন লাভ নেই, তোমার স্বামী আর ফিরে আসতে পারবেনা। সে কাঁপাস্বরে বলল: আমি বড় পীর সাহেবকে দেখতেছি। এতে সে এক অট্টহাসি দিয়ে বলল: বড় পীর সাহেব ইস্তেকাল করেছেন অনেক বছর হয়ে গেছে, তিনি এখন কিভাবে আসতে পারেন! এতটুকু বলতেই হঠাৎ দু'জন বুযুর্গের আগমন হল তন্মধ্যে একজন অগ্রসর হয়ে তলোয়ার দিয়ে ঐ বদ আক্বিদা প্রেমিকের মাথা উড়িয়ে দিল অতঃপর ঘোড়াসহ মহিলাটিকে ঐ স্থানে আনল যেখানে হিন্দু লোকটি কর্তিত অবস্থায় পড়েছিল, উভয়ের মধ্যে এক বুযুর্গ কর্তিত মাথা দেহের সঙ্গে মিলিয়ে বলল: "قُمْ بِاِذْنِ الله অর্থাৎ আল্লাহর হুকুমে উঠে যাও!" ঐ হিন্দু লোকটি তৎক্ষণাত জীবিত হয়ে গেল। এরপর তাঁরা অদৃশ্য হয়ে গেল। উভয় স্বামী স্ত্রী হত্যাকৃত লোকটির ঘোড়া নিয়ে ঘরে ফিরে আসল। হত্যাকৃত লোকটির ওয়ারিশগণ ঘোড়া দেখে রঞ্জিত সীংয়ের আদালতে উভয় স্বামী স্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলা করে দিল যে, আমাদের লোক অপহরণ হয়েছে এবং ঘোড়া তাদের কাছে রয়েছে, সম্ভবত এরা আমাদের লোককে হত্যা করে দিয়েছে। উপস্থিত স্বামী স্ত্রী জঙ্গলের সম্পূর্ণ ঘটনা শুনিয়ে দিয়ে বলল

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তা'আলা তোমার উপর রহমত প্রেরণ করবেন।" (ইবনে আ'দী)

যে, উভয় বুযুর্গের মধ্যে একজন অত্র এলাকার প্রসিদ্ধ মাজজুব গুল মুহাম্মদ সাহেবের সমআকৃতির ছিল। সুতরাং ঐ মাজজুব বুযুর্গকেও ডেকে আনা হল, তিনি তাশরীফ আনলেন এবং আসতেই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ ঘটনা পূঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণনা করে দিলেন। লোকেরা হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর জীবন্ত কারামত শুনে সবাই চিৎকার করে উঠল। রঞ্জিত সিং মুকাদ্দমা খারিজ করে উভয় স্বামী স্ত্রীকে পুরস্কার ও সম্মান সহকারে বিদায় দিল। (আল হাক্বাইক্ব ফিল হাদাইক্ব, পৃষ্ঠা-৯৫)

আল আমাঁ ক্বহর হে আয় গাউস ওয়হ থীকা তেরা
মরকে ভী চ্যায়ন সে সোতা নেহী মারা তেরা। (হাদাইক্বে বখশিশ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

৭০ বার স্বপ্নদোষ

হযরত সায়্যিদুনা গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর এক মুরীদ একই রাতে নতুন নতুন মেয়েকে স্বপ্ন দেখে সত্তরবার স্বপ্নদোষের শিকার হল। সকালে গোসল করে নিজের পেরেশানীর ফরিয়াদ নিয়ে আপন পীর ও মুরশিদ হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর মহান খিদমতে উপস্থিত হল। তার কিছু আরয করার পূর্বেই ছরকারে বাগদাদ, হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه নিজেই ইরশাদ ফরমালেন: "রাতের ঘটনায় ভয় পেওনা, আমি রাতে লওহে মাহফুযে দৃষ্টি দিলাম তথায় তোমার ব্যাপারে তোমার তক্বদীরে সত্তর বার বিভিন্ন মহিলার সাথে যিনা করার কথা লিপিবদ্ধ দেখলাম, আমি আল্লাহর দরবারে আবেদন করলাম যে, তিনি যেন তোমার তক্বদীর পরিবর্তন করে দেন এবং এ গুনাহ থেকে তোমাকে রক্ষা করেন। সুতরাং সমস্ত ঘটনা স্বপ্নের মাধ্যমে স্বপ্নদোষ আকারে পরিবর্তন করে দিলেন।" (বাহজাতুল আসরার, পৃষ্ঠা-১৯৩)

তেরে হাত মে হাত ম্যায় নে দিয়া হে
তেরে হাত হে লাজ ইয়া গাউসে আ'জম। (যওক্বে না'ত)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।" (আব্দুর রাজ্জাক)

গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর বাণী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এর দ্বারা বুঝা গেল যে, অবশ্যই কোন কামিল পীরের হাতে বাইয়াত হওয়া উচিত কেননা পীরের শুভদৃষ্টির মাধ্যমে মুসীবত দুর হয়ে যায় এবং অনেক সময় বড় বিপদ ছোট বিপদ দ্বারা পরিবর্তন হয়ে যায়। "বাহজাতুল আসরার শরীফে" রয়েছে, পীরদের পীর, পীরে দস্তগীর, রওশন জমীর, কুতুবে রব্বানী, মাহবূবে সোবহানী, পীরে লাছানী, ক্বীনদ্বীলে নূরানী, শাহবাযে লা মকানী, আশ শায়খ আবূ মুহাম্মদ সায়্যিদ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর সুসংবাদ মূলক বাণী হচ্ছে: "আমাকে একটি অনেক বড় রেজিষ্টার দেয়া হয়েছে যাতে আমার সাথী ও কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মুরীদের নাম লিপিবদ্ধ রয়েছে এবং বলা হল এ সকল লোককে আপনার সোপর্দ করা হল।" তিনি বলেন: আমি জাহান্নামের দারোগার নিকট জিজ্ঞাসা করলাম: 'আমার কোন মুরীদ কি জাহান্নামে রয়েছে?' তিনি উত্তর দিলেন: 'না'। তিনি আরো বলেন: "আমার প্রভূর ইজ্জত ও সম্মানের শপথ! আমার সহযোগিতার হাত আমার মুরীদের উপর এমন যেমন আসমান যমীনের উপর ছায়া দিচ্ছে। যদি আমার মুরীদ সৎ নাও হয়, اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমিতো সৎ। আমার প্রতিপালকের ইজ্জত ও সম্মানের শপথ! আমি ততক্ষণ পর্যন্ত আপন প্রভূর দরবার থেকে নড়বোনা যতক্ষণ না এক একজন মুরীদকে জান্নাতে প্রবেশ না করাবো।" (প্রাগুক্ত)

মুরীদোঁ কো খতরা মে নেহী বেহরে গম সে
কে বেড়ে কে হেঁ না খোদা গাউসে আ'জম। (যওক্বে না'ত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মহান কারামত

আবুল মুজাফ্ফর হাসান নামক এক ব্যবসায়ী, হযরত সায়্যিদুনা শেখ হাম্মাদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করল:

হুযুর! আমি ব্যবসার উদ্দেশ্যে কাফেলার সাথে শাম দেশে যাচ্ছি, আপনার নিকট দুআর দরখাস্ত। সায়্যিদুনা হাম্মাদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বললেন: "আপনি আপনার সফর মুলতবী করে দেন, এ সফরে ডাকাত আপনার সকল সম্পদ চিনিয়ে নিবে এবং আপনাকেও হত্যা করে ফেলবে।" ব্যবসায়ী সেটা শুনে অত্যন্ত ঘাবড়িয়ে গেল, দুঃখ নিয়ে ফিরে আসার সময় পথিমধ্যে হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর সাথে সাক্ষাৎ হল, জিজ্ঞাসা করলেন পেরেশান কেন? তিনি সকল ঘটনা শুনালেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه ইরশাদ করলেন: "দুঃখ করোনা আগ্রহ নিয়ে শাম দেশে সফর কর, সবকিছু উত্তম হবে।" সুতরাং সে কাফেলার সাথে রওয়ানা হয়ে গেল, ব্যবসায় তার অনেক লাভ হল, এক হাজার আশরাফীর থলে নিয়ে শাম দেশের শহর "হালব" পৌঁছল। হঠাৎ সে আশরাফীর থলে কোথাও রেখে ভূলে গেল, এ চিন্তায় ঘুম চেপে বসল এবং শুয়ে পড়ল। ঘুমে একটি ভয়ংকর স্বপ্ন দেখল যে, ডাকাত দল কাফেলার উপর হামলা করে সকল মাল লুন্টন করে নিল এবং তাকেও হত্যা করা হল! ভয়ে তার চোখ খুলে গেল, ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে দেখল সেখানে কোন ডাকাত ইত্যাদি নেই। এবার তার স্মরণে আসল যে আশরাফীর থলেটি অমুক স্থানে রক্ষিত আছে, দ্রুত সেখানে পৌঁছতেই থলের সন্ধান পেল। খুশি মনে বাগদাদ ফিরে আসল। এবার ভাবতে লাগল যে সর্বপ্রথম গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর সাথে সাক্ষাৎ করবে না শায়খ হাম্মাদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর সাথে! ঘটনাক্রমে পথিমধ্যেই সায়্যিদুন শায়খ হাম্মাদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর সাথে সাক্ষাৎ হয়ে গেল এবং তাকে দেখতেই বললেন: "সর্বপ্রথম গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর সাথে সাক্ষাৎ কর কেননা; তিনি মাহবূবে রব্বানী, তিনি তোমার জন্য ১৭ বার দুআ করেছেন তাইতো তোমার তক্বদীর পরিবর্তন হয়ে গেল যা আমি সংবাদ দিয়েছিলাম, **আল্লাহ** তাআলা তোমার উপর সংগঠিতব্য ঘটনা গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর দুআর বরকতে জাগ্রত অবস্থা থেকে স্বপ্নের মাধ্যমে পরিবর্তন করে

দিলেন।" সুতরাং সে গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর দরবারে উপস্থিত হল। গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه তাকে দেখতেই বললেন: "বাস্তবিকই তোমার জন্য ১৭ বার দুআ করেছি।" (বাহজাতুল আসরার, পৃষ্ঠা-৬৪)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

আমীন বিজাহিন্নাবিয়্যিল আমিন صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

গরয আক্বা সে করোঁ আরয কে তেরী হে পানাহ
বান্দাহ মজবূর হে খাতির পে হে ক্বজা তেরা। (হাদাইক্বে বখশিশ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ক্বর আযাব থেকে মুক্তি

এক চিন্তাগ্রস্থ যুবক গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর দরবারে ফরিয়াদ করল: হুযুর! আমি আমার পিতা মহোদয়কে রাতে স্বপ্নে দেখেছি, তিনি বললেন: "বেটা! আমি ক্বরে আযাবে নিপতিত হয়েছি, তুমি সায়্যিদুনা আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর দরবারে গিয়ে আমার জন্য দু'আর অনুরোধ কর।" এটা শুনে সরকারে বাগদাদ, হুযুরে গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه জিজ্ঞাসা করলেন: "তোমার পিতা কি কখনো আমার মাদরাসা দিয়ে অতিক্রম করেছে?" সে আরয করল: জ্বি হ্যাঁ। ব্যস তিনি চুপ হয়ে গেলেন। ঐ যুবকটি চলে গেল। দ্বিতীয় দিন খুশি মনে গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর দরবারে উপস্থিত হল এবং বলতে লাগল: 'হে মুরশিদ! আজ রাতে আমার পিতা মহোদয় সবুজ পোশাক পরিধান করে স্বপ্নে তশরীফ আনেন, তিনি অত্যন্ত খুশি ছিলেন, বললেন: "বেটা! সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর দু'আর বরকতে আমার ক্বর আযাব দুর করে দেয়া হয়েছে এবং সবুজ পোষাকও দান করা হয়েছে। আমার প্রিয় পুত্র! তুমি তাঁর খিদমতে থাক।" এটা শুনে তিনি বললেন:

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তা'আলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন, দশটি গুনাহ মিটিয়ে দেন, দশটি মর্যাদা বাড়িয়ে দেন।" (মিশকাত শরীফ)

"আমার **আল্লাহ** তাআলা আমার সাথে ওয়াদা করেছেন, যে মুসলমান তোমার মাদরাসা দিয়ে অতিক্রম করবে, তার আযাব হালকা করা হবে।"

(বাহজাতুল আসরার, পৃষ্ঠা-১৯৩)

নাযা' মে, গাওর মে, মীযাঁ পে সারে পুল পে কহীঁ
না ছুটে হাত সে দা'মানে মুআল্লা তেরা। (হাদাইক্বে বখশিশ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মৃত ব্যক্তির চিৎকার!

একবার গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর দরবারে উপস্থিত হয়ে লোকেরা আরয করল: আলী জাহ্! "বাবুল আযজ" এর কবরস্থানে একটি কবর থেকে চিৎকারের শব্দ আসছে। হুযুর! একটু দয়া করুন যেন বেচারার আযাব দূর হয়ে যায়। তিনি ইরশাদ করলেন: "সে আমার থেকে খিলাফতের খিরকা তথা জুব্বা পরিধান করেছে?" লোকেরা আরয করল: আমাদের জানা নেই। বললেন: "সে কি আমার মজলিসে উপস্থিত ছিল?" লোকেরা আরয করল: আমরা জানিনা। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: "সে কি কখনো আমার পিছনে নামায আদায় করেছে?" লোকেরা একই উত্তর দিল। তিনি একটু মাথা ঝুকালেন তখন তার উপর জ্বালালিয়তের ভাব প্রকাশ পেল। কিছুক্ষণ পর বললেন: "আমাকে এখনই ফিরিশতারা বলল: সে আপনার যিয়ারত করেছে এবং আপনার প্রতি তার ভালবাসা ছিল তাই আল্লাহ তায়ালা তার উপর দয়া করেছেন। তার কবর থেকে শব্দ আসা বন্ধ হয়ে গেল।" (বাহজাতুল আসরার লিশ শাতনূফী, পৃষ্ঠা-১৯৪)

বদ সহী, চোর সহী, মুজরিম ও নাকারাহ সহী
আয় ওয়হ কেইসা হী সহী হে তু করীমা তেরা। (হাদাইক্বে বখশিশ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সুন্নতের বাহার

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ কুর'আন ও সুন্নত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকায় ইশার নামাজের পর সুন্নতে ভরা ইজতিমায় সারারাত অতিরাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইল। আশিকানে রসূলদের সাথে মাদানী কাফেলা সমূহে সুন্নত প্রশিক্ষণের জন্য সফর এবং প্রতিদিন ফিক্রে মদীনা করার মাধ্যমে মাদানী ইন'আমাতের রিসালা পুরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম দশ দিনের মধ্যে নিজ এলাকার জিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে ঈমানের হিফাযত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নতের অনুসরণ এর মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে। প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে এই মাদানী যেহেন তৈরী করুন যে, "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।" اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইন'আমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করতে হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদিনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা। মো-০১৯২০০৭৮৫১৭

কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মো-০১৮১৩৬৭১৫৭২,০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

ফয়যানে মদিনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মো-০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail : bdtarajim@gmail.com, mktb.bd@dawateislami.net

Web : www.dawateislami.net

প্রকাশনায় ঃ মাকতাবাতুল মদীনা

দা'ওয়াতে ইসলামী